মানি স্যুট মামলা

উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তসহ

আই.এম.এম. মহসীন

সিনিয়র সহকারী সচিব (অব.)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রহিম ল' বুক হাউস

সূচিপত্র

মানি স্যুট (Money Suit) কি? ৯

পাওনা টাকা আদায়ের আইনগত কৌশল ১২

যেভাবে টাকা উদ্ধার করা যেতে পারেঃ- ১২

আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে টাকা উদ্ধারঃ- ১৩

ফৌজদারী আদালতে চেকের মামলার মাধ্যমে টাকা উদ্ধারঃ- ১৩

দেওয়ানী আদালতে মানি স্যুট এর মাধ্যমেঃ- ১৪

দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮

(১৯০৮ সনের ৫ নং আইন)

বিধি-২। অর্থের মোকদ্দমা। ১৪

অর্থঋণ আদালতের মাধ্যমেঃ- ১৫

অর্থ ঋণ আদালত আইনের ১২ ধারা ১৫

১২। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কতিপয় জামানত বিক্রয় ১৫

12. Sale of some mortgaged property by the financial institutions ১৮

উচ্চতর আদালতের সিদ্ধান্ত ২০

কোন কর্মচারী বেতনের টাকা পাওনা হলে ৪৫

মামলার কোর্ট ফি (Advalorem Fees) নির্ধারণ পদ্ধতি ৪৬

জেনে নিন মামলার কোর্ট ফি নির্ধারণ পদ্ধতি ৪৮

কোন বিষয়ে কোন ধরনের কোর্ট ফি লাগে ৪৯

মানি স্যুট বা অর্থঋণ মোকদ্দমার কোর্ট ফি নির্ধারণ পদ্ধতি ৫০

দেওয়ানি মোকদ্দমা ৫১

সাকসেশন মোকদ্দমা : ৫১

পাওনা টাকা আদায়ের আইন ও কৌশল বা আইনগত পদ্ধতি ৫১

টাকা ধার দেওয়ার সময় যা করবেন : ৫২

স্থানীয় শালিশ বিচারের আশ্রয় : ৫২

থানায় মামলা : ৫৩

আদালতে মামলা : ৫৩

কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি টাকা পাওনা থাকে : ৫৪

কোনো কর্মচারী বেতনের টাকা পাওনা হলে : ৫৪

পাওনা টাকা কিভাবে আদায় করবেন? ৫৫

ভদ্রভাবে পাওনা টাকা আদায়ের ৪টি পদ্ধতি ৫৬

১। সুন্দরভাবে মনে করিয়ে দিন ৫৭

২। টাকা কি কারনে দরকার ছিল জানুন ৫৭

৩। আপনাকে খাওয়াতে বলুন ৫৭

৪। তাদের কাছে সাহায্য চান ৫৭

দণ্ডবিধি, ১৮৬০

(১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন)

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ সনের ধারা ৪১৭ হইতে ৪২৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধের ক্ষেত্রে দণ্ডের বিধান আছে যাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:–

ধারা-৪১৭। প্রতারণার শাস্তি। ৫৯

ধারা-৪১৮। অপরাধকারী যাহার স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে বাধ্য, অসঙ্গতভাবে তাহার ক্ষতি হইবে জানিয়াও প্রতারণা করা। ৫৯

ধারা-৪১৯। মিথ্যা পরিচয়দান করিয়া প্রতারণার শাস্তি ৬০

ধারা-৪২০। প্রতারণা এবং অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত করা ৬১

ধারা-৪২১। পাওনাদারদের মধ্যে বন্টন নিবারণ করিবার জন্য অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণ ৬৮

ধারা-৪২২। পাওনাদারদের ঋণ ফেরত পাওয়ার নিমিত্ত অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বাধা প্রদান ৬৮

ধারা-৪২৩। ক্রয় মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা বিবরণ সম্বলিত অসাধু বা প্রতারণামূলক হস্তান্তরের দলিল সম্পাদন ৬৯

ধারা-৪২৪। অসাধুভাবে বা প্রতারণমূলকভাবে সম্পত্তি অপসারণ বা গোপনকরণ ৬৯

পত্রিকার সংবাদ

ড. ইউনূসের কাছে পাওনা আদায়ে মানি স্যুট মোকদ্দমা ৭০

১৪২ কোটি টাকা পাওনা চেয়ে ৩৫ সচিবকে চিঠি ৭১

পাওনা টাকা আদায়ের কৌশল (উদাহরণসহ) ৭৩

চেক সংক্রান্ত সমস্যায় আপনার করণীয় ৭৪

চেক হারিয়ে গেলে ৭৪

চেক ডিজঅনার হওয়া ৭৫

চেক নিয়ে প্রতারিত হলে ৭৫

মামলার প্রক্রিয়া ৭৬

চেক ডিজঅনার অপরাধের শাস্তি ৭৬

চেক নিয়ে প্রতারিত হয়ে যথাসময়ে মামলা করতে না পারলে ৭৬

২০ বছর ধরে বেতন-ভাতা পান না এক শিক্ষিকা দেশ বিদেশ ৭৭

মানি স্যুট দায়ের করার পদ্ধতি বিভিন্ন রকম ৭৯

মানি স্যুট মামলার আরজির নমুনা ৮১-১১২

মানি স্যুট (Money Suit) কি?

কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অর্থ আদান-প্রদানের সুবাদে হোক কিংবা যেকোনো হাওলাতি অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য হোক অর্থাৎ এক কথায় পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য যে মামলা দায়ের করতে হয়, তাকে মানি স্যুট মামলা বলে।

কোনো পক্ষের নিকট থেকে পাওনা টাকা উক্ত পক্ষ অপর পক্ষকে ফেরত না দিলে একজন ভুক্তভোগী ব্যক্তির/পক্ষের দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আদালতেরই আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে পাওনা টাকার দাবীর সাপেক্ষে যে সমস্ত কাগজপত্র বা যে সমস্ত প্রমাণ আপনার কাছে আছে সেসব কিছু নিয়ে একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট যেতে হবে। তারপর বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে যার নিকট থেকে টাকা পাবেন তার বরাবরে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করতে হবে। লিগ্যাল নোটিশে উক্ত ব্যক্তিকে পাওনা টাকা পরিশোধের নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে। অর্থাৎ একজন বিজ্ঞ আইনজীবী মারফত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপর পক্ষকে পাওনা টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য রেজিস্টার্ড এ/ডি সহকারে লিখিত আইনগত বিজ্ঞপ্তি বা লিগ্যাল নোটিশ (Legal Notice) পাঠাতে হবে। লিগ্যাল নোটিশে উল্লেখিত উক্ত সময়ের মধ্যে যদি দেনাদার উক্ত টাকা পরিশোধ না করে সেক্ষেত্রে দেনাদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একজন বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে যার নিকট থেকে টাকা পাবেন অর্থাৎ দেনাদারের বিরুদ্ধে মানি স্যুট (Money Suit) মামলা দায়ের করতে হবে।

যাই হোক, পাওনা টাকা আদায় করতে হলে যেহেতু সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন সেহেতু আপনি শুরুতে যদি কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে না থাকেন, তাহলে পরবর্তীতে যদি কোন চুক্তিপত্র করে নিতে পারেন, তাহলে অবশ্যই সেটি করে নিবেন। আর যদি দেনদার ধূর্ত হয়, তাহলে আপনাকে চালাকি অবলম্বন করতে হবে। মোবাইল কল রেকর্ড করে বা ইমেইল বা ম্যাসেজে

তার টাকা ধার নেওয়ার বিষয়টি স্বীকারোক্তি নিতে পারলে তখন একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এবার কথা হচ্ছে, কি ধরনের আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবেন?

দেওয়ানী আদালতে পাওনা টাকা ফেরত পেতে আপনাকে মানি স্যুট বা অর্থের মামলা করতে হবে। অন্যদিকে ফৌজদারি আদালতে করতে হবে প্রতারণা এবং অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের মামলা। মামলা করলেই টাকা ফেরত পাবেন, তা কিন্তু নয়। যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে না পারলে, মামলা খারিজ হয়ে যাবে। তাই, আগে মাথায় রাখতে হবে টাকা ধার দেওয়া সময় আপনার করণীয় কি।

টাকা ধার দেওয়ার সময় আপনার কি কি করণীয়:

৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে একটি চুক্তি করে নিবেন। টাকার পরিমাণ স্পষ্টত উল্লেখ করুন এবং কবে ফেরত দিবে সেটিও স্পষ্ট করুন। টাকা ফেরত দেওয়ার পদ্ধতিটি কি সেটিও পরিষ্কার উল্লেখ করুন চুক্তিপত্রে। যেমন, টাকাটা কি একসাথে দিবে নাকি ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিস্তিতে দিবে, সেটি উল্লেখ করে রাখবেন। তারপর টাকা কি হাতে হাতে নগদ দিবে নাকি ব্যাংকের মাধ্যমে দিবে (কোন একাউন্টে দিবে সেটাও পরিষ্কার করবেন) সেটিও নিজেদের মাঝে সমঝোতার মাধ্যমে চুক্তিপত্রে উল্লেখ করবেন।

তারপর যদি সময়মত আপনার টাকা ফেরত না দেয় বা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করে, তবে আপনি কি ধরনের আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন, সেটিও লিখে রাখবেন। যেমন, আপনি কি স্থানীয় বা নিজেদের মনোনীত সালিশের মাধ্যমে সমঝোতা করবেন নাকি থানায় অভিযোগ করবেন নাকি সরাসরি আদালতে গিয়ে দেওয়ানী বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করবেন, সেটিও চুক্তিপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ রাখবেন।

চুক্তিটি সম্পাদনের সময় অবশ্যই উভয় পক্ষের সাক্ষীর উপস্থিতিতে সম্পাদন করবেন। সাক্ষীদের স্বাক্ষর অবশ্যই রাখবেন যাতে ভবিষ্যতে এই চুক্তিপত্র নিয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে যাতে তারা ঐ চুক্তিপত্রর বৈধতা

নিয়ে সাক্ষ্য দিতে পারে। তাছাড়া, চুক্তির বিষয়ে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলেও যাতে তারা প্রাথমিক সমাধান দিতে পারেন, সেই চেষ্টাও করতে পারবেন।

চুক্তিপত্রটি নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে বা ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সত্যায়িত করে রাখবেন, এতে যেমন চুক্তিটি আইনি ভিত্তি পাবে তেমনি চুক্তি ভঙ্গের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা পাওয়াও সহজ হবে।

চুক্তিপত্রের সাথে যাকে টাকা ধার দিবেন, সম্ভব হলে তার কাছ থেকে তার ব্যাংক একাউন্ট থেকে চেক নিয়ে রাখবেন। চেকে তার স্বাক্ষর আর টাকার অংক লিখিয়ে নিলেও তারিখ বসাবেন না। কেননা, চেকের মেয়াদ থাকে চেকে উল্লেখিত তারিখ থেকে পরবর্তী ৬ মাস। চেক থাকলে আপনার টাকা উদ্ধারে হয়রানী আরও কমে যাবে। কেননা, চেক ডিসঅনারের মামলা খুব দ্রুতই নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং আসামীকেও গ্রেফতার করা হয় অতি শীঘ্রই। চেক ডিসঅনার নিয়ে বিস্তারিতভাবে আরেকদিন লিখবো।

আমরা যারা টাকা ধার নিয়ে ফেরত দেই না বা দিতে ইচ্ছুক নই, তাদের জন্য দুটো কথা। আমরা যারা মনে করি যে, কারো টাকা মেরে দিয়ে গাঁ ঢাকা দিয়ে থাকলে একসময় আর পরিশোধ করা লাগবে না বা শুদ্ধ ভাষায়, কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেটি পরিশোধ না করে কোন ভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলে কে আর কি করবে? মরে গেলে কি আর টাকা পরিশোধ করতে হবে?- তাহলে শুনুন, ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মৃত ব্যক্তির সম্পদ তার উত্তরাধিকারদের মধ্যে বণ্টনের আগে মৃতের ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়া ব্যক্তিও তার ঋণের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদ আহমাদ, হাদিসঃ ২২৪৯৩)। মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়। মরে গেলে আপনার শরীর পচে যাবে, কিন্তু আত্মা বিচার থেকে মাফ পাবে না। তাই, যাদের এই অভ্যাসটি রয়েছে ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ না করা, তাদের উচিত দুনিয়াতে থাকতেই তাদের অভ্যাস বদলানো। কেননা, অঙ্গীকার করে পরে সেটা অস্বীকার করা মনুষ্যত্বের মাঝে পড়ে না।

পাওনা টাকা আদায়ের আইনগত কৌশল

ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে টাকার লেনদেন হয়। ব্যবসা পরিচালনা বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একজন ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ী বা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। অপরদিকে, ব্যবসায়িক সু-সম্পর্ক বা চুক্তির ভিত্তিতে অনেক সময় ব্যবসায়ীগণ আংশিক টাকা পরিশোধক্রমে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করে থাকেন। সামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবসায়ীদের এই লেন-দেন সঠিক সময় পরিশোধিত না হওয়ায় অধিকাংশ সময় বকেয়া হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পাওনাদার ব্যবসায়ী বকেয়া পাওনা টাকা না পেয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিছু কিছু সময় জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পক্ষগণ বায়না চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই প্রেক্ষাপটে অনেক সময় বিক্রেতা জমি রেজিস্ট্রেশন না করলে ক্রেতা বায়না বাবদ প্রদেয় টাকা ফেরত চাইতে পারেন, ঠিক তেমনি বিক্রেতা জমি রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়ার পর ক্রেতার নিকট বিক্রেতার জমির মূল্য বাবদ টাকা পাওনা হয়। এরূপ বিভিন্ন উপায়ে বকেয়া পাওনা টাকা উদ্ধারের জন্য আইনের কিছু বিধান রয়েছে। যা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে।

টাকা ধার দেওয়ার সময় যা করবেন :

প্রয়োজনে যদি টাকা ধার দিতেই হয়, তাহলে যতই আপনজন হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে আপনি একটি লিখিত চুক্তি করে নিন। ৩০০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি করে নিন এবং এই চুক্তিতে কী কারণে কত টাকা ধার দিলেন, তা স্পস্ট করে উল্লেখ করতে হবে। কবে অপর পক্ষ টাকা ফেরত দেবে এবং পুরোটা একসঙ্গে না কিস্তিতে পরিশোধ করবে, তা উল্লেখ করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দেয়, তবে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ থাকবে। বিষয়টা স্ট্যাম্প কাগজে উল্লেখ করা দরকার। মনে রাখতে হবে, চুক্তিপত্রটি যেন আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। এছাড়া চুক্তিটি নোটারি বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা সত্যায়িত করে নিতে হবে। চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় সাক্ষী হিসেবে রাখুন কয়েকজনকে। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়, তাহলেও চুক্তিপত্র করে নিতে হবে। চুক্তিপত্র ছাড়া আইনের অশ্রয় গ্রহণ করা অনেকটা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। অন্যভাবে তার থেকে তারিখ বিহীন একটা চেক নিতে পারেন একাউন্ট লিখে এবং সাইন নিয়ে সিকিউরিটি হিসেবে।

পাওনা টাকা আদায়ের আইনগত পদ্ধতি :

যেভাবে টাকা উদ্ধার করা যেতে পারেঃ-

➡ উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে
➡ ফৌজদারী আদালতে গচ্ছিত চেকের বিরুদ্ধে মামলা করে
➡ দেওয়ানী আদালতে মানি স্যুট এর মাধ্যমে;
➡ অর্থ ঋণ আদালতে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করে

আপোষ মিমাংসার মাধ্যমে টাকা উদ্ধারঃ-

আপনি এ ব্যপারে প্রথমে গ্রাম্য আদালতে অভিযোগ করবেন কিংবা এলাকার মাতব্বর/মুরুব্বীদেরকে জানিয়ে তাদের আপনার বৈধ কাগজ দেখিয়ে পাওনা টাকা আদায়ের দেয়ার আহ্বান করতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রাম্য আদালত কিংবা মাতব্বর/মুরুব্বীরা আপনাকে এবং পাওনাদারকে ডেকে বৈঠকের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই যারা প্রভাবশালী, তার প্রভাবের কাছে স্থানীয় বিচার টিকেনা, এক্ষেত্রে যদি বৈঠকের সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে না যায় তবে হতাশ হবেন না। আপনার উপর কেউ কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। বৈঠকের সিদ্ধান্ত আপনি যদি না মানেন তবে তাদের পরিষ্কার করে বলে দিবেন যে আমি আপনাদের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারছিনা ফলে আমি আদালতে আইনের শরণাপন্ন হবেন। আইন ও আদালত আপনার পাওনা টাকা ফিরে পেতে আপনাকে যথেষ্ট প্রতিকার দিচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনি ফৌজদারী আদালত অথবা দেওয়ানী আদালত দুই আদালতেই আপনার পাওনা টাকা ফিরে পেতে মামলা করতে পারবেন।

ফৌজদারী আদালতে চেকের মামলার মাধ্যমে টাকা উদ্ধারঃ-

ব্যবসায়িক লেনেদেন পরিচালনাকালে বিক্রেতা বা ঋণদাতা ক্রেতা বা ঋণ গ্রহীতার নিজের হিসাবের নিজ স্বাক্ষরিত চেক জামানত হিসেবে রাখতে পারেন বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রেতা বা ঋণ গ্রহীতা গৃহীত টাকা পরিশোধে জন্য চেক প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে চেকের ৬(ছয়) মাস মেয়াদ থাকাকালীন সময়ে ঋণ দাতা বা পন্য বিক্রেতা প্রদেয় চেকটি নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১ অনুসারে নিম্নলিখিত উপায়ে টাকা উদ্ধার করতে পারেনঃ-